র‍্যাচেল ও ‘সাদা মানুষের অসুখ...’

দিলরুবা শাহানা

র‍্যাচেল উন্নত, সমৃদ্ধ দেশের মানুষ। সে শ্বেতাঙ্গিনী নারী। ওর গায়ের রং কেবল ফর্সা নয় মনটাও সাদাসিধা। কেউ যখন ওকে রেচেল বলে ডাকে তখন ও হেসে বলে উঠে
-আমি রেচেল না, র‍্যাচেল(রেইচেল)
স্কুল শেষ করেছিল র‍্যাচেল শতকরা ৯৮.৭ নম্বর পেয়ে। তখন সে পড়াশুনা বাদ দিয়ে একবছরের জন্য বিশ্ব ঘুরে দেখতে গিয়েছিল। তারপর ফিরে এসে সাদা মনের ধবধবে সাদা মেয়েটি তার পছন্দের বিষয় নার্সিং পাশ করেই আবার দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিল সেবার ব্রত নিয়ে। ফিরে এসেছে এক যুগ পরে। একা ফিরে নি। সঙ্গে এসেছে কড়া বাদামী চামড়ার স্বামী ও মাখনের মত গায়ের রং এক বাচ্চা। এশিয়া, আফ্রিকা দুই মহাদেশেই কাজ করেছে। জীবনসঙ্গী খুঁজে পেয়েছে এশিয়াতে।
নিজ দেশে ফেরার পর কাজ খুঁজতে গিয়ে দেখা পেল ওর স্কুল জীবনের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের। তারাও র‍্যাচেলের মত মেধাবী ছিল। এখন পেশাগত জীবনে এরা ডাক্তার। নিজেরা মেডিকেল ক্লিনিক খুলেছে। এদের বেশীর ভাগ এশিয়ান। এই ক্লিনিকেই র‍্যাচেল মেডিকেল রিসেপ্শনিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করে তারপর হয়ে যায় ক্লিনিকের প্র্যাকটিস ম্যানেজার। ওদের ক্লিনিকের নাম ‘বিয়ন্ড আওয়ার ক্লিনিক’। বেশ সুনাম ক্লিনিকের। একজন মাত্র পুরুষ ডাক্তার। হয় ইরাক নয় লেবানন বা প্যালেস্টীনিয় হবে। তার নাম সামির আরাফাত । সে ছাড়া বাকীরা সবাই মেয়ে। এদের সেবার মান বেশ উন্নত।
র‍্যাচেল মহা আনন্দে কাজ করছে। সবার পরিবার পরিজন রয়েছে একমাত্র ডাক্তার আর্তি ছাড়া। মাকে নিয়ে বিশাল বাড়ীতে থাকে। আর্তি লম্বা সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের খুব মিষ্টি চেহারার কালো একটি মেয়ে। ওর একটাই ছোট বোন কীর্তি। সেও বিয়েটিয়ে করে এখন দুই বাচ্চার মা। কীর্তিকে র‍্যাচেল আগে কখনো দেখেনি। দেখতে খারাপ না তবে আর্তির মত নজরকারা সুন্দরী সে নয়। খাটো ও খুব ফর্সা সে। কোথায় যেন বিরাট চাকরি করে কীর্তি। একটা বিষয় র‍্যাচেল খেয়াল করেছে এদের অঞ্চলে একই পরিবারে কালো ও ফর্সা দুই রকম বাচ্চাই আছে। ওর স্বামীরা দুই ভাই। ভাইটির গায়ের রং এমন ফর্সা ইউরোপিয়ানদের সাথে পাল্লা দিতে পারবে। অন্যদিকে র‍্যাচেলের স্বামী কালো। একটা বিষয় জেনে র‍্যাচেল অবাক যেমন হয়েছে মজাও পেয়েছে। দেওর যে মেয়েকে পছন্দ করেছে সে দেখতে ভাল তবে গায়ের রং কালো। শাশুড়ী মন খারাপ করেছেন তার ফর্সা ছেলের কালো বউ হবে জেনে। র‍্যাচেল ঠাট্টা করে বলেছে
-আমি বউ হিসেবে পাশ করেছি চামড়ার রংএর জন্য, তাইনা মা?
র‍্যাচেল এখন ভাবে আইনস্টাইন বলেছিলেন বর্ণবাদ(র‍্যাসিজম) সাদা মানুষের অসুখ। এশিয়ানদের বর্ণপ্রীতি দেখার ও বোঝার সুযোগ হয়নি আইনস্টাইনের। স্বামীকে একদিন র‍্যাচেল বলেছিল

-আচ্ছা আইনষ্টাইন কবে বলেছিলেন বর্ণবাদ সাদামানুষের অসুখ?

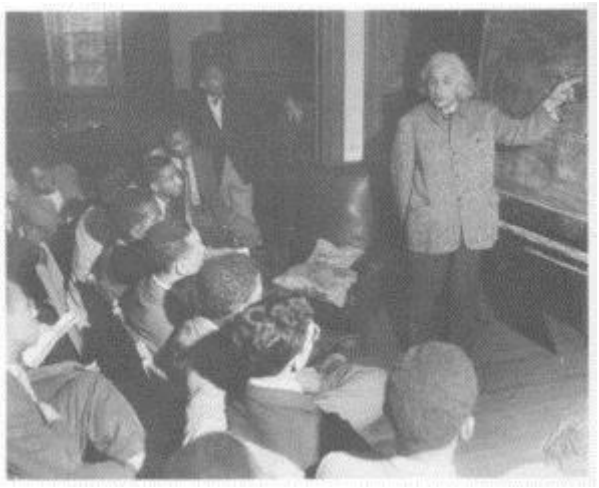

Einstein at Lincoln University in 1946

-বলেছিলেন তো সেই কবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬সনে। পেনসিলভেনিয়ার লিঙ্কন ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা বা ভাষণে বলেছিলেন জাতিবিদ্বেষ 'সাদা মানুষদের রোগ'।
- আইনষ্টাইন নিজেও সাদা মানুষ ছিলেন
-তাকেও জাতিবিদ্বেষের শিকার হতে হয়েছিল
-হ্যা সত্যিই তাই, ধর্মের কারনে। জন্মসূত্রে ইহুদী বলে হিটলারের জার্মানী থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান ১৯৩৩সালে
-শুধু গায়ের রং নয় ধর্ম ও ভাষার কারনেও মানুষ বিদ্বেষের শিকার হয়।
-বাংলাদেশ, ইন্ডিয়াতেও গায়ের রং ফর্সা হলে মানুষ বর্তে যায়; যেমন তোমার পরিবারে তোমার মা ছেলের বউ কালো হবে মানতে পারছেন না আবার এখানে আমার ডাক্তার বন্ধু ইন্ডিয়ান আর্তি বিয়েই করতে পারলো না। দেখতে ভাল তবে গায়ের রং কালো আর জাতে মিলেনি বলে বিয়েই হলো না আর্তির।
-আর্তির জাত কি?
-সাউথ ইন্ডিয়ার ব্রাহ্মন
-গায়ের রংএর জন্য নিজের জাত ভাইরা ওর মত ডাক্তার মেয়েকে উপেক্ষা করছে বল কি? ভারী আজব কথা!
-শুধু চামড়ার রং নয় বিষয়টা আরও জটীল
-কি রকম?
-আর্তি ও একটি ইন্ডিয়ান ছেলের মাঝে বন্ধুত্ব শুরু হয়েছিল। শেষে দেখা গেল ছেলের পরিবার মেনে নিচ্ছে না কালো মেয়েকে। তারপরও ওই ছেলে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে আর্তিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু আর্তির বাবা মানলেন না ছেলের জাতকে? ছেলেটি ব্রাহ্মন ছিল না
-আরে বাবা ব্রিটেনের রাজপরিবার মেনে নিয়েছে চাপা বা শ্যামলা রং মেয়ে মেগানকে আর আর্তির বাবার জাতটাত নিয়ে এত বাড়াবাড়ি!

- সাংঘাতিক কথা কি জান ওর বাবা এই ইস্যু নিয়ে মাথা গরম করে ফলে তার স্ট্রোক করে। ভাল আর হয়নি মারাই যায় ওর বাবা। আর্তির জন্য খারাপ লাগে। তবে ও শক্ত মেয়ে; পেশাগত জীবনে ভীষন সফল আর্তি। ওর কাজে ওর জীবন অর্থময়।

-অবশ্যই অর্থময়। আমাদের পরিবার আর্তির পরিবারের মত নয়। আমার মায়ের মনে তোমাকে নিয়ে যেটুকু দুঃখ আছে আমার ভাইয়ের বউকে নিয়েও ততটুকুই

-গায়ের রং ফর্সা তবে আমি তোমার ভাষাটা জানি না তাই না?

-ধর্ম,ভাষা কোনটাই মেলে না তারপরও মা আমাদের মনের আকাংখাকে ঠিকই মেনে নিয়েছেন। মা অনেক মানবিক।

-অবশ্যই তোমার মা মানবিক!

র‍্যাচেল ভাবে আর ভাবে। জাতপাত, ধর্ম, রং, ভাষা একরকম হলে পৃথিবী বড় বৈচিত্রহীন হতো। আরও একদিন স্বামীর সাথে এই বিষয়টা নিয়েই কথা হচ্ছিল। স্বামী বললো

-বিদ্বেষ সবখানেই কিছু না কিছু আছে। তবে সাদা মানুষেরা বিকারহীনভাবে র‍্যাসিজমকে এমন এক শক্তপোক্ত, জঘন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল বলার মতো না

-মানে কি বলতে চাইছো তুমি?

-অ্যাপারথেইদ! ভুলে গেছ?

-হ্যা মনে আছে জাতিসংঘের ডকুমেন্টে এর চমৎকার সংজ্ঞা ছিল। অ্যাপারথেইদ হচ্ছে ইন্সটিটউশনালাইজড্ ফর্ম অব র‍্যাসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন; জান এই শব্দটা শুনলেই আমার সাউথ আফ্রিকার কথা মনে পড়ে

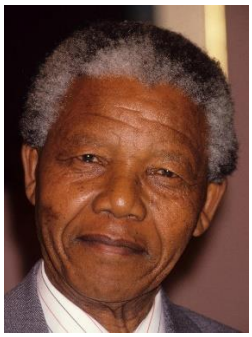

-নেলসন ম্যান্ডেলাকে মনে পড়ে না বুঝি? আফ্রিকার কালো মানুষটি যিনি লড়েছিলেন অ্যাপারথেইদের বিরুদ্ধে

-তাকে ভুলবে সাধ্য কার! গোটা পৃথিবী তাকে মনে করে সম্মান ও শ্রদ্ধায়।